JAN. 10 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ ... কলাম ৩ ...

জোট সরকারের প্রথম শতদিনের কার্যক্রম-৭

'৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ নিয়ে সরকারী মহলে চলছে আলোচনা

এলাহী নেওয়াজ খান ॥ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষকদের অতিমাত্রায় দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া। সেই সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি তো রয়েছে। তবে ছাত্র রাজনীতির চেয়ে শিক্ষকদের রাজনীতি ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দ্রুত পদোন্নতি এবং অন্যান্য লোভনীয় সুবিধা লাভের জন্যই মূলত শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে তাঁরা এই সীমাহীন স্বাধীনতাটা লাভ করেছেন '৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়

১৬-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

জোট সরকারের প্রথম শতদিনের কার্যক্রম-৭

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধ্যাদেশের বদৌলতে। '৭৩ সালের অধ্যাদেশে শিক্ষকদের রাজনীতি করা এবং যে কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, নৈতিক স্খলনজনিত কারণ ছাড়া গুরুতর অন্য কোন অপরাধে কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায় না। অর্থাৎ '৭৩ সালের অধ্যাদেশের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জবাবদিহিতার উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের পর্যন্ত জবাবদিহি করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই জবাবদিহি করতে হয় না। এই প্রেক্ষাপটে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করারও পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করলে, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে '৭৩-এর অধ্যাদেশ বাতিলের মতামত দিয়েছেন। তাদের অভিমত হচ্ছে যে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। শিক্ষকরাও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ শিক্ষকদের সকল ধরনের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু তারা জাববদিহিতার উর্ধ্বে থাকতে পারেন না।

১৯৭৩ সালে ঐ অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি সরকারের আমলেই শিক্ষকরা অন্যায় পদোন্নতি লাভের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ছাত্রনেতাদের সঙ্গে দহরম-মহরম গড়ে তোলেন। এর ফলে শেষ পর্যন্ত শিক্ষকরা আর ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র থাকছেন না। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকরা লাঞ্ছিতও হন। ফলে অতীতের ছাত্র-শিক্ষকের সেই কিংবদন্তিতুল্য সম্পর্ক আর লক্ষ্য করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ধস নামার কারণে বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন সচেতন মহল থেকে '৭৩ সালের অধ্যাদেশ বাতিল করে যথাযথ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটা নতুন বিধি-বিধান প্রণয়নের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকারের একটি শক্তিশালী সক্রিয় অংশ এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছে বলে জানা গেছে। কারণ বর্তমান সরকারের অন্যতম এজেন্ডা হচ্ছে– শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা। সম্ভবত এ লক্ষ্যেই সরকার শপথগ্রহণের মাত্র দেড় মাসের মাথায় ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সরকার বাজেটে শিক্ষা খাতে যে সর্বাধিক বরাদ্দ দেয়, তার যথাযথ ব্যবহার করতে আগ্রহী। এরই মধ্যে এ কাজও শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দৃঢ় অবস্থানই গ্রহণ করেছেন।